রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ আশ্বিন ১৪২৭/২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.২১৪—মহান মুক্তিযুদ্ধের ৮ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার লে. কর্নেল (অব.) মো. আবু ওসমান চৌধুরী গত ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

২। লে. কর্নেল (অব.) মো. আবু ওসমান চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ৩০ ভাদ্র ১৪২৭/১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ৩০ ভাদ্র ১৪২৭ / ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০

মহান মুক্তিযুদ্ধের ৮ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার লে. কর্নেল (অব.) মো. আবু ওসমান চৌধুরী গত ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ)-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

জনাব মো. আবু ওসমান চৌধুরী ১৯৩৬ সালে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

জনাব মো. আবু ওসমান চৌধুরী ঢাকা কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান আর্মিতে কমিশন্ডপ্রাপ্ত হয়ে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি জনাব মো. আবু ওসমান চৌধুরীর ছিল গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও আস্থা। বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

একাত্তরের ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে পাকিস্তান আর্মি ঢাকায় বর্বরোচিত গণহত্যা শুরু করলে ২৬ মার্চ জনাব মো. আবু ওসমান চৌধুরী তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন বাহিনীকে সুসংগঠিত করে এবং সর্বস্তরের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের সহায়তা নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তিনি পুলিশ, আনসার ও লাঠিসজ্জিত স্থানীয় জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে ৩০ মার্চ তারিখে কুষ্টিয়ায় অবস্থিত ২৭ বেলুচ রেজিমেন্টের চারজন অফিসার ও ২০০ সৈন্য-সমন্বিত বিশাল এক সেনাদলকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়ে ০১ এপ্রিল তারিখে কুষ্টিয়া জেলাকে শত্রুমুক্ত করেন। একাত্তরের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের পর জনাব মো. আবু ওসমান চৌধুরী তাঁর এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের নবগঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গকে গার্ড-অব-অনার প্রদান করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতীয় এই বীর জনাব আবু ওসমান চৌধুরী প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার এবং পরবর্তী সময়ে ০৮ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন। তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম ধৈর্য ও বীরোচিত সাহসিকতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অদম্য, তেজদীপ্ত মানসিক শক্তি ও উদ্দীপনা সঞ্চারণে তাদেরকে সার্বক্ষণিক উজ্জীবিত রাখতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতেন এই সমর-অধিনায়ক। তাঁর সুনিপুণ রণকৌশল, কার্যকর নির্দেশনা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ৮ নম্বর সেক্টরভুক্ত

বিশাখালীর যুদ্ধ, লেবুতলার এ্যামবুশ, গোয়ালন্দ যুদ্ধ, বেনাপোল যুদ্ধ এবং ভোমরা বাঁধ রক্ষার যুদ্ধসহ বিভিন্ন রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাগণ অশেষ নির্ভীকতা ও গৌরবোদ্দীপ্ত বীরত্বের সঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরে মেজর ওসমান লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার এবং ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যার পর স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধীশক্তির কতিপয় বিপথগামী দুষ্কৃতকারী, জনাব আবু ওসমান চৌধুরীকে হত্যার জন্য ৭ নভেম্বর তাঁর গুলশান বাসভবনে হামলা চালালে তিনি বাসায় অবস্থান না করায় প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু উক্ত হামলায় নিহত হন তাঁর সহধর্মিনী নাজিয়া খানম। তাঁর জীবনের বড় অংশ কেটেছে বেদনাবিধুর একাকীত্বে। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে লে. কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরীকে অকালীন অবসর প্রদান করা হয়।

বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে লে. কর্নেল (অব.) মো. আবু ওসমান চৌধুরী চাঁদপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসাবে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর সম্পৃক্ততা। জনাব মো. আবু ওসমান চৌধুরী একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি'র সদস্য এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন।

পেশাগত জীবনের পাশাপাশি একজন সৃজনশীল লেখক হিসাবে লে. কর্নেল (অব.) মো. আবু ওসমান চৌধুরী খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', 'সোনালী ভোরের প্রত্যাশা' এবং 'বঙ্গবন্ধু: শতাব্দীর মহানায়ক' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের জন্য তিনি বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার এবং আলাওল সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন। এ ছাড়া, তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৪ সালে দেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'স্বাধীনতা পদক'-এ ভূষিত হন।

ব্যক্তিজীবনে জনাব মো. আবু ওসমান চৌধুরী ছিলেন নির্লোভ, নিরহংকার ও প্রচারবিমুখ। সততার জ্বলন্ত প্রতীক হিসাবে তিনি তাঁর নৈতিক অবস্থান আজীবন অক্ষুণ্ন রেখেছেন। কর্ম ও ব্যক্তিজীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখতে সদাসচেষ্ট থেকেছেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা।

লে. কর্নেল (অব.) মো. আবু ওসমান চৌধুরীর মৃত্যুতে জাতি একজন নীতিনিষ্ঠ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মী, খ্যাতিমান গ্রন্থকার ও দেশপ্রেমিক বীর মুক্তিযোদ্ধাকে হারাল।

মন্ত্রিসভা লে. কর্নেল (অব.) মো. আবু ওসমান চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd